গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়, সাতক্ষীরা
জুডিশিয়াল মুন্সিখানা শাখা

জেলা চোরাচালান মামলা নিস্পত্তি সংক্রান্ত মনিটরিং সেলের সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
সভার তারিখ	১২ আগস্ট ২০১৮
সভার সময়	সকাল ১০:০০ টা
স্থান	জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	উপস্থিত সদস্যদের তালিকা পৃথক রেজিস্টারে সংরক্ষিত

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। বিগত ০৮ জুলাই ২০১৮ এ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন/সংযোজন না থাকায় সর্বসম্মতভাবে তা অনুমোদন ও দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুসারে সভায় তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয় এবং আলোচনা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

ক্রম	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
০১.	**ক. চোরাচালান মামলা (তদন্তাধীন):** জুলাই ২০১৮ মাসে জের ১৪টি, রুজুকৃত ১২টি, মোট ২৬টি, অভিযোগপত্র-১৪ টি, চুড়ান্তপত্র ০০ টি, তদন্তাধীন ১২টি।	চোরাচালান মামলাসমূহ যথাযথ তদন্ত ও জব্দ তালিকা প্রস্তুত এবং নিষ্পত্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	পুলিশ সুপার, সাতক্ষীরা
	খ. চোরাচালান মামলা (ট্রাইব্যুনাল): জুলাই ২০১৮ মাসে জের ১৭৯০টি, বিচারে প্রাপ্ত ৪০টি, মোট ১৮৩০টি, নিস্পত্তি ০৪টি, স্থিতি ১৮২৬টি।	চোরাচালান মামলাসমূহ বিজ্ঞ আদালতে সঠিকভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে যথারীতি সাক্ষী হাজিরাসহ মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	বিজ্ঞ পিপি, সাতক্ষীরা
০২.	**চোরাচালান মামলা নিষ্পত্তি:** এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	১) বিচারাধীন চোরাচালান মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২) দায়েরকৃত চোরাচালান মামলার তদন্ত প্রক্রিয়াযথাযথ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক দ্রুত সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩) বিচারাধীন/তদন্তাধীন মামলাসমূহ শ্রেণীবিন্যাস করে অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। অধিনায়ক, ৩৩ ও ১৭ বিজিবি, সদর /নীলডুমুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা ২। পুলিশ সুপার, সাতক্ষীরা ৩। বিজ্ঞ পিপি, সাতক্ষীরা ৪। অফিসার ইনচার্জ, সকল থানা, সাতক্ষীরা
০৩.	**মালিকবিহীন চোরাচালান পণ্য নিষ্পত্তি:** বিজ্ঞ পিপি সভায় জানান যে, চোরাচালান অভিযানে উদ্ধারকৃত পণ্যের বিপরীতে মালিকবিহীন উল্লেখ করে নিয়মিত মামলা রুজু করলে সহজে আদালত থেকে চোরাচালানকৃত মালামাল ফেরত পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	চোরাচালান পণ্য উদ্ধারের বিপরীতে নিয়মিত মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে মালিকবিহীন উল্লেখ না করে আসামী অজ্ঞাত/পলাতক দেখিয়ে মামলা দায়ের করতে হবে।	

০৪.	**চোরাচালান মামলার প্রসিকিউশন:** বিজ্ঞ পিপি সভায় জানান যে, চোরাচালান মামলায় এজাহারের সাথে পুলিশের তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অসংগতি থাকায় মামলা প্রমাণে ব্যত্যয় ঘটছে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	১) এজাহারকারী ও তদন্তকারী সংস্থাসমূহের সংগে সঠিক সমন্বয় বজায় রাখতে হবে। সমন্বয়হীনতার কারণে যাতে কোন মামলা অপ্রমাণিত না হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। ২) কোন সাক্ষী প্রসিকিউশন পক্ষের গাফিলতির কারণে সাক্ষ্য না দিয়ে ফেরত গেলে তার সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর প্রতিবেদন দিতে হবে। ৩) সাক্ষী আনার বিষয়ে আদালত হতে ইস্যুকৃত প্রসেসগুলো দ্রুত তামিলের জন্য সকল থানার অফিসার ইনচার্জকে অনুরোধ করা হয়। ৪) সাক্ষী উপস্থিত হলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সাক্ষী সঠিক বক্তব্য প্রদান করছে কিনা এবং কোন সাক্ষী যেন ফেরত না যায় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ৫) সাক্ষী হাজির নিশ্চিত করার জন্য সকল থানায় একজন তদারককারী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। ৬) তল্লাশীর সময়: সিজার লিস্টে স্বাক্ষর নেয়ার সময় ছবি তুলে রেখে পরবর্তীতে আদালতে দাখিল করতে হবে এবং সাক্ষীরা পরবর্তীতে যাতে আসামীর পক্ষ না নিতে পারে সে জন্য ভিডিও করা যেতে পারে। ৭) এজাহারের সাথে চার্জশীট/চূড়ান্ত রিপোর্ট সংগতিপূর্ণ কিনা তা মনিটর করতে হবে।	১। অধিনায়ক, ৩৩ ও ১৭ বিজিবি, সদর /নীলডুমুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা ২। পুলিশ সুপার, সাতক্ষীরা ৩। বিজ্ঞ পিপি, সাতক্ষীরা ৪। অফিসার ইনচার্জ, সকল থানা, সাতক্ষীরা

পরিশেষে সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে জাতীয় শোক দিবস পালন ও আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-আযহা ও শুভ জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৪.৮৭০০.০১২.২৪.০০১.১৮.২০৮

তারিখ: ১ ভাদ্র ১৪২৫
১৬ আগস্ট ২০১৮

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
৩) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৪) বিভাগীয় কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা
৫) মহাপরিচালক, বিজিবি, ঢাকা
৬) উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক, খুলনা রেঞ্জ, খুলনা
৭) সেক্টর কমান্ডার, বিজিবি, খুলনা

৮) কমিশনার, কাস্টমস ওক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, খুলনা

৯) পুলিশ সুপার, সাতক্ষীরা

১০) অধিনায়ক ৩৩ ও ১৭ বিজিবি

১১) অফিসার ইনচার্জ, সকল থানা, সাতক্ষীরা

১২) বিভাগীয় কর্মকর্তা, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ, সাতক্ষীরা

১৩) সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সাতক্ষীরা

১৪) বিজ্ঞ পিপি, সাতক্ষীরা

মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট